গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৯ সংখ্যা | ২৭ সেপ্টেম্বর - ৩ অক্টোবর ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

কেন্দ্র-রাজ্যের চরম দায়িত্বহীনতার কারণেই বন্যায় বিপন্ন লক্ষ লক্ষ মানুষ

দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলা বন্যা কবলিত। হাওড়া, হুগলি, বীরভূম, বাঁকুড়া, দুই মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অংশ জলের তলায়। হুগলির আরামবাগ মহকুমায় জলে ডুবে এক শিশু সহ চার জনের মৃত্যু হয়েছে, খানাকুলে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ বন্যাদুর্গত। হাজার হাজার বাড়িঘর ভেঙে গিয়েছে, গবাদি পশু ভেসে গেছে, মারা গেছে। কৃষিফসলের বিপুল ক্ষতি হয়েছে। আশ্রয়হীন অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন বহু মানুষ। ভয়াবহ সঙ্কট দেখা দিয়েছে খাদ্য ও পানীয় জলের। বন্যার পরে পরেই জ্বর সর্দি-কাশি-ডায়েরিয়া, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ইত্যাদি নানা রোগের প্রকোপ বেড়েছে। বহু জায়গায় মানুষ পর্যাপ্ত ত্রাণের অভাবে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, রাস্তা অবরোধ করেছেন।

কেন এই বন্যা? পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ডে প্রবল বৃষ্টি এবং এ রাজ্যের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টিপাতের কারণে প্রচুর পরিমাণে জমা জল বাঁধগুলি থেকে ছাড়ার কারণে মূলত এই বন্যা। এর সাথে রাজ্যের বহু স্থানে জলনিকাশি ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে থাকার কারণে মানুষের দুর্ভোগ আরও বেড়েছে। নাব্যতা থাকলে নদীগুলি অতিরিক্ত জল ধারণ করতে পারত। সে জন্য প্রয়োজন ছিল নিয়মিত ড্রেজিং করে নদীর নাব্যতা বাড়ানো। দামোদর, কংসাবতী, রূপনারায়ণ সহ কোনও নদীতেই ড্রেজিং হয়নি দীর্ঘদিন। ডিভিসির বাঁধগুলি সহ কোনও নদীতে জলাধারের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত ড্রেজিং করা

চারের পাতায় দেখুন

বন্যাদুর্গত পাঁশকুড়ায় ত্রাণ এআইডিএসও-র • পাঁশকুড়ায় অভয়া ক্লিনিকে দুর্গতদের চিকিৎসায় আর জি করের ডাক্তাররা

'এক দেশ এক ভোট' একটি ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপ

এস ইউ সি আই (সি)

দেশ জুড়ে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের তথাকথিত 'এক দেশ এক ভোট' ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগের তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২০ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

দেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের যতটুকু অবশেষ এখনও টিকে আছে, স্পষ্টতই এই প্রতারণামূলক পদক্ষেপের উদ্দেশ্য, তা ছিনিয়ে নিয়ে চূড়ান্ত কেন্দ্রীভূত একটি নির্বাচন ব্যবস্থা কায়েম করা, যাতে ভোটের মাধ্যমে নিজেদের মতপ্রকাশের যতটুকু সুযোগ এখনও জনসাধারণের রয়েছে, তা আরও খর্ব করা যায়। শাসক একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে ফ্যাসিবাদী শাসন আরও দৃঢ় করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ, যার পরিণামে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়াটিই সম্পূর্ণ প্রহসনে পরিণত হবে।

এই অবস্থায় আমরা জনসাধারণকে দৃঢ়তার সঙ্গে এর তীব্র বিরুদ্ধতা করা ও অবিলম্বে তা বাতিল করতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে বাধ্য করার আহ্বান জানাচ্ছি।

খুনি-ধর্ষকদের গ্রেফতার ও শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত

আন্দোলন চলবে

জানালেন জুনিয়র ডাক্তাররা

আবারও প্রমাণ হল, একমাত্র সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল আন্দোলনই পারে দাবি আদায় করতে। টানা ৪২ দিন ধরে জুনিয়র ডাক্তার এবং নাগরিক সমাজের লাগাতার ও অনমনীয় আন্দোলন সরকারকে বাধ্য করল আর জি করের চিকিৎসক-ছাত্রীর খুন ও ধর্ষণের প্রতিবাদে গড়ে ওঠা আন্দোলনের অনেকগুলি দাবি মেনে নিতে।

নবান্নে প্রথম বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর 'আন্দোলন অনেক হয়েছে, এ বার উৎসবে ফিরুন' বলে আন্দোলনে যুক্ত চিকিৎসক সমাজ সহ গোটা নাগরিক সমাজের ফুঁসে ওঠা ক্ষোভকে গুরুত্বহীন দেখাতে চেয়েছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রী, আন্দোলনকারীদের অনমনীয় দৃঢ়তার সামনে তাঁকেই ছুটে আসতে হয়েছে স্বাস্থ্যভবনের আন্দোলন মঞ্চে। অনুরোধ করতে হয়েছে আবার আলোচনায় বসার জন্য। শেষ পর্যন্ত পুলিশ কমিশনার এবং স্বাস্থ্যদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের সরানোর দাবি এবং হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবিও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বাধ্য হয়েছেন রোগীকল্যাণ সমিতির নামে হাসপাতালগুলিতে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের মদতপুষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিচক্র হিসাবে কাজ করা সংস্থাগুলিকে ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করতে। আন্দোলনের চাপেই চিকিৎসক ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের মামলায় সিবিআইকেও গ্রেপ্তার করতে হয়েছে ডাঃ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার ওসিকে। অন্য দিকে এও সত্য, বেশ কিছু দাবি আদায় হলেও প্রকৃত দোষীদের সবাইকে এখনও চিহ্নিত এবং গ্রেপ্তার করা হয়নি। হাসপাতালে হাসপাতালে দাপিয়ে বেড়ানো দালালরাজ, সিন্ডিকেটরাজ এবং দুষ্টচক্রকে আজও ভাঙা হয়নি। এই সব দাবি আদায় করতে হলে

দুয়ের পাতায় দেখুন

এআইকেকেএমএস-এর ডাকে দিল্লিতে সর্বভারতীয় কিসান মহাপঞ্চায়েত

এআইকেকেএমএস-এর আহ্বানে ২৩ সেপ্টেম্বর দিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হল বিশাল সর্বভারতীয় কিসান মহাপঞ্চায়েত। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, কর্ণাটক, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের ২১টি রাজ্য থেকে হাজার হাজার কৃষক ও খেতমজুর এখানে সমবেত হন। উদ্বোধনী ভাষণ দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর ঘোষ। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি প্রখ্যাত কৃষক নেতা সত্যবান সহ সংযুক্ত কিসান মোর্চার নেতা বলবীর সিং রাজেওয়াল, যোগীন্দর সিং উগ্রাহান এবং প্রেম সিং গেহলাওয়াট। কৃষক নেতা অশোক ধাওয়ালের লিখিত বক্তব্য পাঠ করা হয়।

কিসান মহাপঞ্চায়েতে জয়করণ মান্ডৌথি

আটের পাতায় দেখুন

দিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামে মহাপঞ্চায়েতে সমবেত কৃষকদের একাংশ। ২৩ সেপ্টেম্বর

শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে

একের পাতার পর

বিভিন্ন রূপে আন্দোলনকে শুধু জারি রাখাই নয়, আরও তীব্র করতে হবে। একটা স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নিশিখার মতো জ্বলে উঠেছে এই আন্দোলন। উত্তাল হয়েছে বাংলা, উত্তাল সমগ্র দেশ। সর্বব্যাপক হয়েছে আন্দোলন। দেশের সীমান ছাড়িয়ে বিদেশেও পৌঁছে গেছে প্রতিবাদের ঢেউ। শুধু ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীরাই নন, প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ-স্কুলের হাজারে হাজারে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকসমাজ, আইনজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিক, গৃহস্থ মহিলা, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সমস্ত পেশার নাগরিক, শ্রমিক, গ্রামের কৃষক, এমনকি প্রথম সারির ফুটবল দলের খেলোয়াড় ও সমর্থকরাও।

মরদেহ সরানোর চেষ্টা আটকে দিয়েছিলেন ডাক্তাররাই

৯ আগস্ট ঘটনা প্রকাশ্যে আসামাত্র আর জি কর হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তার, পিজিটি এবং নার্সরা সমবেত ভাবে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান এবং জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্তের দাবিতে মরদেহ সেমিনার রুমে আটকে দেন। এই বিক্ষোভের ফলে কর্তৃপক্ষের গোপনে মৃতদেহ সরিয়ে ফেলার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায় এবং গোটা ঘটনা প্রকাশ্যে এসে যায়। জুনিয়র ডাক্তাররা তৎক্ষণাৎ সঠিক তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দেন, যা অতি দ্রুত অন্য হাসপাতালগুলিতে এবং গোটা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্টের ডাকে স্বাস্থ্যভবন থেকে সিজিও কমপ্লেক্স পর্যন্ত মিছিল। ২০ সেপ্টেম্বর

১৪ আগস্ট গণআন্দোলনের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন রাত। এ দিন পুরুষশাসিত সমাজে লাঞ্ছিত, দমিত, দুর্বল বলে গণ্য কয়েক লক্ষ নারীশক্তি প্রবল বলিষ্ঠতায়, অদম্য তেজে মধ্য রাতে শহরের প্রান্তে প্রান্তে, গ্রামে গঞ্জে প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন পুরুষরাও। ৪ সেপ্টেম্বর 'বিচার পেতে আলোর পথে', এই আহ্বানেও একই চিত্র। এই ভাবে একের পর এক পালিত হয়েছে অসংখ্য কর্মসূচি। স্বতঃস্ফূর্ত এই প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি) পতাকা ছাড়াই সকল শক্তি নিয়ে সামিল হয়েছে কর্মসূচিগুলি সফল করতে। এই নারকীয় বীভৎস ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে রাজ্য সরকার, তার পুলিশ প্রশাসন ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কী না করেছে! প্রথমে এই খুনকে আত্মহত্যা বলে চালাতে চেয়েছে, পরে প্রমাণ লোপাট করার সব রকম ষড়যন্ত্র করেছে। ১৪ আগস্ট গভীর রাতে রাস্তায় যখন গণপ্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়েছে, ঠিক সেই সময় শাসকদলপুষ্ট দুষ্কৃতীরা আর জি করে ডাক্তারদের অবস্থানমঞ্চে হামলা চালায়। এমার্জেন্সি সহ অন্য বিভাগে ভাঙচুর করে, ভেঙে দেয় দামি যন্ত্রপাতি। চলে যাওয়ার সময় ডিউটিরত নার্সদের অশ্রাব্য ভাষায় হুমকি দিয়ে যায়।

নাগরিক আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়ে ছিল এস ইউ সি আই (সি)

৯ আগস্ট কর্তব্যরত অবস্থায় ডাক্তার-ছাত্রী হত্যার নৃশংস ঘটনা জানার সঙ্গে সঙ্গে দুপুরেই ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও, যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও, মহিলা সংগঠন এআইএমএসএস হাসপাতালের গেটে যেমন বিক্ষোভ সংগঠিত করেছে, তেমনই এসইউসিআই(সি)-র পক্ষ থেকে দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে টালা থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। পরদিন ১০ আগস্ট দলের পক্ষ থেকে সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়। ১৪ আগস্ট হাসপাতালে দুষ্কৃতী হামলার পর মধ্য রাতেই এর প্রতিবাদে ১৫ আগস্ট ধিক্কার দিবস এবং ১৬ আগস্ট সারা বাংলা সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হুমকি দিয়েছিলেন, এই রাজ্যে ধর্মঘট চলবে না। আগের মতোই এ বারেও প্রয়োজনে হুমকি উপেক্ষা করেই জনস্বার্থে পুনরায় ধর্মঘট সফল করার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়েছিল দল। অতি অল্প সময়েও ধর্মঘটে যে সমর্থন জনসাধারণ জানিয়েছেন, তা অভূতপূর্ব।

আর জি করে ডাক্তারি-ছাত্র সৌমিত্র বিশ্বাস হত্যার বিচার মেলেনি

এর আগে, ২০০১ সালে আগের সরকারের আমলে এই আর জি করেই ডাক্তারি ছাত্র সৌমিত্র বিশ্বাসের মৃত্যুর ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা হয়েছিল। সে দিনও এআইডিএসও এই মৃত্যুর জন্য দায়ী দুষ্কৃতীচক্রকে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। সিপিএম শাসনে শুধু বানতলাই নয়, আরও বহু ধর্ষণ ঘটেছে। সবশেষে সিঙ্গুরে ও নন্দীগ্রামে সরকারি মদতে ধর্ষণ ও গণধর্ষণ করানো হয়েছে। এ রাজ্যে তৃণমূল শাসনে কামদুনি সহ আরও বেশ কিছু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে যার কোনও বিচার হয়নি। বিজেপি ও কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলিতেও ধর্ষণ ও খুনের খবর প্রায় প্রতিদিন সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ নারীধর্ষণ ও খুনে এবং পশ্চিমবঙ্গ নারীপাচারে দেশে শীর্ষস্থানে। সিপিএম শাসিত কেরালাতেও যৌন নির্যাতন, ধর্ষণের অভিযোগ উঠছে। নিজ নিজ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেএই দলগুলি কেউই আন্দোলন করছে না। শুধু কি তাই? বিগত শতাব্দীর আশির দশকে পশ্চিমবাংলায় সিপিএম-এর শাসনকালে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন পুলিশী আক্রমণ চালিয়ে ভাঙতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু পারেনি। আন্দোলন জয়ী হয়েছিল। সেই আন্দোলনে এস ইউ সি আই (সি) এবং ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও সর্বশক্তি নিয়েই ছিল।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে অবিচল আন্দোলন

এ বারের আন্দোলনে বহু মতের, বহু পথের চিকিৎসক ছাত্র-ছাত্রীরা যুক্ত। বাইরের নানা স্বার্থান্বেষী শক্তি এই আন্দোলনকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানোর চেষ্টা লাগাতার চালিয়ে গেছে। আন্দোলনের নেতৃত্ব তাতে এতটুকু বিভ্রান্ত না হয়ে যে দক্ষতার সঙ্গে আন্দোলনকে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছেন তা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সবাই জানেন, কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি 'ছাত্রসমাজ' নাম দিয়ে নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়ে কার্যত দলীয় কর্মীদের নামিয়ে কলকাতা ও হাওড়া শহর জুড়ে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছিল। তাকে কাজে লাগিয়ে পর দিন ধর্মঘট ডেকে আন্দোলনের ব্যাপক জনসমর্থনকে দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতে চেয়েছিল। কিন্তু বাংলার মানুষের এই হীন রাজনীতি ধরতে অসুবিধা হয়নি। মানুষ দ্বিধাহীন ভাবে এই সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতিকে ধিক্কার জানিয়েছে। চিকিৎসক-নেতৃত্বও আন্দোলনে এই দলীয় অনুপ্রবেশকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। আবার পূর্বতন শাসক দল, যারা এই আর জি করেই একই রকম ভাবে নানা সিন্ডিকেট চালিয়েছে, যার পরিণতিতে এক ডাক্তারি ছাত্রকে খুন করে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিয়েছে, অতীতে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনকে বারে বারে লাঠি চালিয়ে দমন করতে চেয়েছে, তারাও আন্দোলনের বন্ধু সেজে আন্দোলনকে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে কাজে লাগাতে চেয়েছে। তাদের হাত থেকেও আন্দোলনের নিরপেক্ষতা রক্ষা করে নেতৃত্ব আন্দোলনকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এর সবটাই সম্ভব হয়েছে নেতৃত্বের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকার জন্য।

ডাক্তাররা ঘোষণা করেছেন, তাঁরা তাঁদের আন্দোলনের যে মূল লক্ষ্য— ধর্ষক ও খুনিদের সবাইকে চিহ্নিত করে গ্রেফতার ও শাস্তি এবং কলেজ তথা হাসপাতালগুলিকে ভয়ের পরিবেশ থেকে মুক্ত করা, তা যত দিন না অর্জিত হচ্ছে তত দিন তাঁদের আন্দোলন চলবে। তাঁরা নাগরিক সমাজের আন্দোলনকে অব্যাহত রাখার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। আন্দোলনের পাশাপাশি রাজ্যের বন্যাদুর্গত এলাকাগুলিতে আন্দোলনরত চিকিৎসকরা অভয়া ক্লিনিক খুলে বন্যার্ত মানুষদের চিকিৎসা, ওষুধ সরবরাহ প্রভৃতি কাজ চালাচ্ছেন।

জনগণের নিজস্ব কমিটি গড়ে তুলতে হবে

এই আন্দোলন দেশের মানুষের সামনে একটা বিরাট শিক্ষা রেখে গেল। 'পিপলস পাওয়ার' অর্থাৎ জনগণের শক্তি বলতে যা বোঝায় তা যে-কোনও দলের সংগঠিত শক্তির থেকে যে অনেক বেশি, তা প্রমাণ করে দিয়ে গেল। সচেতন, সংগঠিত জনশক্তিকে পুলিশ-মিলিটারি দমন করতে পারে না। বুর্জোয়া বিচারব্যবস্থাও তখন যা-খুশি রায় দিতে পারে না। অনেক সময় বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, জনসাধারণ বোধহয় সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করে যায়, প্রতিবাদ করে না। বাস্তবে শাসকের দুষ্কর্ম মানুষের মনে বিক্ষোভের বারুদ হয়ে জমতে থাকে। যে কোনও একটি স্ফুলিঙ্গে তাতে বিস্ফোরণ ঘটে যায়। আর জি করের আন্দোলন ঠিক সেটাই দেখিয়ে দিল। এর আগে দিল্লির কৃষক আন্দোলন দেখিয়ে দিয়েছিল সংগঠিত জনশক্তি কতখানি ক্ষমতা ধরে। কেন্দ্রের দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিজেপি সরকার বাধ্য হয়েছিল সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের কাছে মাথা নত করতে। বাংলাদেশের আন্দোলনেও একই জিনিস দেখা গেছে।

এ কারণেই এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতিষ্ঠাতা, এ যুগের অন্যতম মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ বার বার জনগণের নিজস্ব শক্তির জন্ম দেওয়ার কথা বলেছেন। তার জন্য জনগণের নিজস্ব কমিটি গড়ে তোলার কথা বলেছেন। বলেছেন, কোনও প্রতিষ্ঠিত দলের অঙ্গুলি হেলনে নয়, অন্ধের মতো কোনও দলকে সমর্থন করে নয়, জনগণের এই নিজস্ব কমিটিগুলি নিজেরা চিন্তা করবে, আলাপ-আলোচনা করবে, সিদ্ধান্ত নেবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করবে। শাসক শক্তির সমস্ত অপকর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে, তা প্রতিরোধ করবে। রাশিয়াতে বিপ্লবের আগে ঠিক এই জিনিসই ঘটেছিল। সেখানকার শ্রমিকরা, সৈনিকরা নিজস্ব শক্তি হিসাবে অসংখ্য সোভিয়েত গড়ে তুলেছিল। সেই সোভিয়েতগুলিই জারের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এখানেও তাই আন্দোলনে কিছু জয় অর্জিত হয়েছে মানে আন্দোলনের শেষ নয়। আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী করে শেষ পর্যন্ত জয় ছিনিয়ে আনতে সংগঠিত জনশক্তির জন্ম দিতে হবে, গড়ে তুলতে হবে জনগণের অজস্র কমিটি। এই কমিটিগুলি এক দিকে আশু দাবি নিয়ে আন্দোলন করবে, অন্য দিকে জনগণের উপর শাসকদের যে কোনও রকম আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তুলবে। এ পথেই আসবে জনতার জয়।

এস ইউ সি আই (সি) সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ আন্দোলনরত চিকিৎসকদের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়েছেন, ডাক্তার হিসাবে আপনারা কোটি কোটি মানুষের কাছে সমাজ পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে যেতে পারেন। জুনিয়র ডাক্তার হিসাবে হাসপাতালগুলির বিপর্যস্ত পরিকাঠামো ও নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আপনারা যে ভাবে পরিষেবা দিয়ে মানুষের জীবন রক্ষা করেন, সেটা দৃষ্টান্তমূলক। ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী— চিকিৎসা ব্যবস্থার এই টিমে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান এই ভগ্নদশা স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে অন্তত ধরে রাখতে সাহায্য করছে।

আমি চাই এই বিরাট গণআন্দোলন থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের যে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আপনারা অর্জন করলেন, তা আগামী দিনে সমাজের সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শক্তি হিসাবে জ্বলে উঠুক। আপনাদের মনুষ্যত্বের স্পর্শে যেন বহু মানুষের মনুষ্যত্ব প্রজ্জ্বলিত হয়। প্রাণই প্রাণের সঞ্চার করে, আগুনই আগুন জ্বালায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এই আগুন জ্বালানোর ভূমিকা আপনারা গ্রহণ করুন।

বিচারবিভাগ ও সরকারের প্রভেদ মুছে দিচ্ছে বিজেপি সরকার

আশঙ্কা গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের

অবান্তর কথা কাকে বলে, তা বুঝতে এখন বোধহয় নরেন্দ্র মোদির মুখ-নিঃসৃত বাক্যচ্ছটাই যথেষ্ট! কেন? সম্প্রতি তাঁর একটি কাজ নিয়ে দেশ জুড়ে সমালোচনার উত্তরে তিনি যে সব কথা বলেছেন তাকে অবান্তর ছাড়া কিছুই যে বলা যায় না! তিনি গণেশ আরতির জন্য খোদ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বাড়িটিকেই খুঁজে পেয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও গণতান্ত্রিক বোধসম্পন্ন মানুষ তার সমালোচনা করেছেন। সেই সমালোচনার মোকাবিলা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিরোধীরা গণেশকে ভক্তি করে না তাই সমালোচনা করছে। তিনি বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন, 'ব্রিটিশের ফতোয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিলক মহারাষ্ট্রে গণেশ পুজো করেছিলেন, তাই আমিও করেছি, এতে দোষ কোথায়?'

কূটকৌশলী রাজনীতিতে মোদিজির দক্ষতার কথা না জানলে তাঁর এই বালখিল্যসুলভ 'যুক্তি' দেখে হয়তো বলাই যেত যে, বিষয়টি বোঝার মতো বোধটিই তাঁর নেই। কিন্তু তাঁর কর্মকৌশল সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান যাঁর আছে তিনিই বুঝবেন যে বিষয়টি সুপরিকল্পিত। তিনি আসলে একই ঢিলে একাধিক পাখি মারতে চেয়েছেন। প্রথমত, তিনি দেশের প্রধান বিচারপতির পাশে দাঁড়িয়ে ভক্তি-গদগদ একটি ছবি প্রচার করে সরকার এবং বিচারবিভাগের মধ্যেকার ভেদরেখাটি মুছে দিতে চেয়েছেন। যদিও গণতন্ত্রে তা অবশ্য পালনীয়। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, দেশের সমস্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মতো বিচারবিভাগও সরকারের আজ্ঞাবহে পরিণত হতে চলেছে। এর সাথে এ দেশের রাষ্ট্র কাঠামোয় যতটুকু ধর্মনিরপেক্ষতার অস্তিত্ব টিকে আছে তাকেও আঘাত করতে চেয়েছেন তিনি।

যদিও বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর গণেশের পুজো করা নিয়ে নয়। তিনি গণেশ ভক্ত কি না এটা তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে কোনও মানুষের ধর্মাচরণ করা বা না করা সবটাই ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি এবং ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এঁরা তো দুই 'গণেশ ভক্ত' সাধারণ মানুষ নন! একজন ভারতের প্রধানমন্ত্রী, অপর জন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। অর্থাৎ ভারত রাষ্ট্রের দুটি স্তম্ভের দুই প্রধান তাঁরা। যে অনুষ্ঠানে তাঁরা একযোগে অংশ নিয়েছেন সেটা কোনও সরকারি অনুষ্ঠান নয়। প্রধান বিচারপতির ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের অনুষ্ঠান। সংবিধান, আইন ইত্যাদি সম্বন্ধে ন্যূনতম জ্ঞান যাঁদের আছে তাঁরা জানেন, সরকার এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারীদের থেকে বিচারবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দূরত্ব রাখাটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। এটা বিচারবিভাগের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার প্রশ্নের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে। এ জন্যই প্রশ্ন উঠছে, ক্যামেরাম্যান সাথে নিয়ে প্রধান বিচারপতির বাড়িতেই প্রধানমন্ত্রীকে পুজো করতে যেতে হল কেন? প্রধান বিচারপতি যদি তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকেন, সেটাই বা কেন? আর সেই অনুষ্ঠান এত ফলাও করে প্রধানমন্ত্রীর তরফে প্রচারই বা করা হল কেন? আপত্তিটা এখানেই।

বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তম্ভগুলির আপাত স্বাধীনতা এবং তাদের ক্ষমতার বিভাজন স্বীকার করা হয়েছিল এই ব্যবস্থার উদ্ভবের সময়কালেই। ১৭৪৮-এ ফরাসি দার্শনিক ও বিচারক মন্তেস্কু তাঁর 'স্পিরিট অফ ল' গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন, 'বিচারকের ক্ষমতাকে আইনসভা ও প্রশাসকদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখতে না পারলে তার স্বতন্ত্রতা এবং স্বাধীনতা কোনওটাই থাকবে না'। ব্রিটেন আমেরিকা সহ বিশ্বের সমস্ত আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্র তাদের সংবিধানে এই নীতিকে মান্যতা দিয়েছে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম দাবি হিসাবে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকার-প্রশাসন, সংসদীয় ফোরাম এবং বিচারবিভাগের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র কর্মপরিসর ও স্বাধীন অবস্থান বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত। কিন্তু যত বুর্জোয়া ব্যবস্থার সংকট বাড়ছে, পুঁজি যত কেন্দ্রীভূত হচ্ছে তত ক্ষমতা কুক্ষিগত হচ্ছে মুষ্টিমেয় প্রশাসনিক কর্তাদের হাতেই। নাগরিকদের কণ্ঠস্বর দমন করতে পুলিশ-মিলিটারির অস্ত্রের জোর ও প্রশাসনের স্বৈরাচারী পদক্ষেপের ওপর বুর্জোয়া রাষ্ট্রের নির্ভরতা যত বেড়ে চলেছে তত খর্ব হচ্ছে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা। উদাহরণ অজস্র। দিল্লি দাঙ্গায় সরকারবিরোধী রায় দেওয়ায় সেদিনই মধ্যরাতে হাইকোর্টের বিচারপতিকে বদলির আদেশ জারি, সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের অসংখ্য সিদ্ধান্তকে সরকারের নস্যাৎ করে দেওয়া, কলেজিয়ামের ক্ষমতা ছেঁটে ফেলে সরকারের সিদ্ধান্তেই বিচারপতি নিয়োগের চেষ্টা, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের কমিটি থেকে প্রধান বিচারপতিকে বাদ দেওয়া, অপছন্দের বিচারপতিকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ আদালতে বদলি, হাইকোর্টের নিরপেক্ষ বিচারপতিদের সুপ্রিম কোর্টে প্রমোশনে বাধা সৃষ্টি করা ইত্যাদি বহু নজির এ প্রসঙ্গে দেওয়া যায়।

কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী খোলাখুলি চেয়েছিলেন 'কমিটেড জুডিশিয়ারি', অর্থাৎ সরকারের নির্দেশে চলা বিচারবিভাগ। বর্তমানে নরেন্দ্র মোদি জমানায় বিচারবিভাগকে এই জায়গায় নামিয়ে আনার সর্বব্যাপক প্রচেষ্টা চলছে। এর জন্য শাস্তি এবং পুরস্কার দুই ব্যবস্থাই আছে। সরকারের পছন্দের তালিকায় থাকলেই অবসরের পর প্রাইজ পোস্টিংয়ের উদাহরণ কম নয়। বাবরি মসজিদ ভাঙার মামলায় অন্ধবিশ্বাসকে যুক্তি-বিজ্ঞান-সত্য এবং প্রমাণের ওপরে স্থান দেওয়ার নজিরবিহীন রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের যে বেঞ্চ, তার প্রধান ছিলেন বিচারপতি রঞ্জন গগৈ। সেই গগৈ অবসর নেওয়া মাত্র সরকারি দল মনোনীত সাংসদ হয়ে গেছেন। এ ভাবেই সরকারের সুনজরে থাকার পুরস্কার হিসেবে একাধিক বিচারপতি অবসরের পর কেউ সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যপাল হয়েছেন, কেউ গুরুত্বপূর্ণ কমিশনের প্রধান হয়ে গেছেন ইত্যাদি নানা অভিযোগ আছে।

প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতির একত্রে গণেশ আরাধনার ছবি দেখে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং সহ অন্যেরা বলেছেন, সরকার ও বিচারবিভাগের মধ্যে সুস্পষ্ট ভাগের রেখা দুর্বল হয়ে যেতে পারে এমন কোনও কিছু অভিপ্রেত নয়। বিচারকের নিরপেক্ষ থাকাটাই যথেষ্ট নয়, তাঁদের নিরপেক্ষতার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রতি মুহূর্তে রাখতে হয়। ন্যায়বিচারের এটা সর্বজনগ্রাহ্য একটি নীতি। সারা দুনিয়ার আইন বিশেষজ্ঞরা একে মান্যতা দেন।

আরও একটি দিক থেকে এই ঘটনা অনভিপ্রেত। আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং এক প্রবন্ধে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্ট ১৯৯৪-এ এস আর বোম্মাই বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া মামলায় সুস্পষ্টভাবে বলেছিল, রাষ্ট্র কোনও ধর্মবিশ্বাসকে সমর্থন, প্রতিষ্ঠা বা পালন করতে পারে না। ব্যক্তি হিসাবে কেউ যে কোনও ধর্মীয় আচরণ করতে পারেন। সেই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরাম্যান সাথে নিয়ে এই পুজো অনুষ্ঠানটি প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। ব্যক্তি হিসাবে একান্ত নিজস্ব পরিসরে তাঁরা থাকেননি। তাই এই ঘটনা কোনও মতেই গ্রহণযোগ্য নয় (১৩ সেপ্টেম্বর, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস)।

এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দেওয়া যাক, এ দেশের এক মহান সন্তান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে কী আচরণ করতেন। ১৯৪৩-এ সিঙ্গাপুরের চেট্টিয়ার সম্প্রদায়ের মন্দির কর্তৃপক্ষ আজাদ হিন্দ বাহিনীর জন্য অর্থ সাহায্য গ্রহণ করতে তাঁদের মন্দিরে যেতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। নেতাজি গিয়েছিলেন তাঁর বাহিনীর সমস্ত জেনারেলদের নিয়ে, যাঁদের মধ্যে একাধিক জন ছিলেন মুসলিম এবং ক্রিশ্চান। তাঁর মত ছিল, আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কোনও ধর্মের অনুগামী হতে পারেন না। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের লক্ষ্যে লড়াই করেছিলেন, আজকের ভারতের শাসকরা সেই ধর্মনিরপেক্ষতার কী দশা করেছেন, তা রাষ্ট্রের কর্ণধারদের আচরণেই স্পষ্ট।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই পুজোটা জরুরি ছিল— কারণ সামনে মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচন। এই সময় মারাঠি টুপি পরে গণেশ আরাধনার ছবি প্রচারে তাঁর আগ্রহ প্রবল থাকারই কথা। আর তা যদি একেবারে প্রধান বিচারপতির পাশে দাঁড়িয়ে করা যায়, তা হলে তো সোনায় সোহাগা! মহারাষ্ট্রকে বঞ্চিত করে সমস্ত প্রকল্প গুজরাটে টেনে নিয়ে যাওয়া, বদলাপুরের শিশু ধর্ষণে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ন্যূনতম ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশ এবং বিজেপি জোট সরকারের চরম অপদার্থতাকে ঢেকে হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন ফেরি করবার লোভে কাজটি তাঁর দরকার ছিল। কিন্তু তাঁর এই আচরণ ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোটির যে ক্ষতি সাধন করল তা পূরণ হবে কী দিয়ে? বিজেপি তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভোটের স্বার্থে কত নিচে নামতে পারেন তা গুজরাট, দিল্লি সহ ভারতের নানা স্থানের দাঙ্গাপীড়িত মানুষ জানেন। কিন্তু এর জন্য বিচারবিভাগের মর্যাদাকেও খাটো করে তাকে সাম্প্রদায়িক প্রচারের স্বার্থে কাজে লাগানোর যে অপচেষ্টা তিনি করলেন তা চরম নিন্দনীয়। বিজেপি নেতারা এখন বিপাকে পড়ে কংগ্রেস, তৃণমূল ইত্যাদি দলের মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রী-নেতাদের কখনও নমাজে হাজির হওয়া কখনও পুজোর কার্নিভাল করার কথা তুলছেন। তাঁদের কাজটাও সমান নিন্দনীয়। কিন্তু তার জন্য নরেন্দ্র মোদির দোষ কি কমে যায়?

প্রধানমন্ত্রী লোকমান্য তিলকের উদাহরণ দিয়েছেন। এ উদাহরণ কি তাঁর আচরণের সমর্থনে গ্রহণীয়! ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা ধারার মধ্যে যেহেতু ধর্মীয় চিন্তা খাদ হয়ে মিশে ছিল, বহু ক্ষেত্রে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ধর্মীয় উৎসবকে জনজাগরণের কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তিলকের গণপতি উৎসবকে সেই দৃষ্টিতেই দেখতে হবে। অন্য দিকে তিলক বলছেন, 'স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার', 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার'। আর নরেন্দ্র মোদি যাঁর শিষ্য সেই আরএসএসের গুরু গোলওয়ালকর ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনকে স্বাধীনতার লড়াই বলে মানতেই রাজি ছিলেন না। তিলক তো ব্রিটিশের বিরুদ্ধেই লড়েছিলেন। এ দিকে আরএসএস ব্রিটিশবিরোধী লড়াইকে স্বাধীনতা সংগ্রাম বলেই মনে করত না। মোদিজির দলের আইটি সেল আর হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় কি সে খবর রাখে? তিলককে মানলে যে আরএসএসকে মানা যায় না, নরেন্দ্র মোদিজি কি তা জানেন না?

পার্লামেন্টারি ঠাটবাটের খোলসটা বজায় রেখেই ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচার কায়েমের চেষ্টা দীর্ঘ দিন ধরে ভারতীয় শাসকরা চালিয়ে যাচ্ছে। যে কারণে বিচারবিভাগের স্বাধীন অবস্থান ইতিমধ্যেই বিপদের মুখে পড়েছে। প্রধান বিচারপতির বাড়িতে প্রধানমন্ত্রীর আরতি সেই বিপদকে অনেকটাই বাড়িয়ে দিল।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই পুজোটা জরুরি ছিল— কারণ সামনে মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচন। এই সময় মারাঠি টুপি পরে গণেশ আরাধনার ছবি প্রচারে প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহ প্রবল থাকারই কথা। আর তা যদি একেবারে প্রধান বিচারপতির পাশে দাঁড়িয়ে করা যায়, তা হলে তো সোনায় সোহাগা! মহারাষ্ট্রকে বঞ্চিত করে সমস্ত প্রকল্প গুজরাটে টেনে নিয়ে যাওয়া, বদলাপুরের শিশু ধর্ষণে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ন্যূনতম ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশ এবং বিজেপি জোট সরকারের চরম অপদার্থতাকে ঢেকে হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন ফেরি করবার লোভে কাজটি তাঁর দরকার ছিল। কিন্তু তাঁর এই আচরণ ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোটির যে ক্ষতি সাধন করল তা পূরণ হবে কী দিয়ে?

শ্রমিকদের পিএফ-এর টাকা নয়ছয় এআইইউটিইউসি-র প্রতিবাদ

ঠিকা শ্রমিকদের মজুরি থেকে পিএফ-এর টাকা কেটে নিলেও বহু ক্ষেত্রে কন্ট্রাকটররা নিজেদের দেয় সম পরিমাণ টাকা যোগ করে পিএফ দপ্তরে জমা দেয় না। ফলে বহু ঠিকা শ্রমিক নিজেদের জমানো পিএফ-এর টাকা থেকেও বঞ্চিত হন। যদিও আইনে আছে কন্ট্রাক্টর যদি টাকা না দেন তা হলে মূল মালিককে (প্রিন্সিপাল এমপ্লয়ার) এই টাকা পরিশোধ করতে হবে।

এআইইউটিইউসি-র রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে বহু বার সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে এই শ্রমিক বঞ্চনার বিষয়ে দাবি জানানো হয়েছে। ১৩ সেপ্টেম্বর সল্টলেকে পিএফ-এর রিজিওনাল কমিটির সভায় কমিটির সদস্য, এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস বিষয়টি উত্থাপন করলে, সভার সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ শ্রম দপ্তরের সচিব অবনীন্দ্র সিং প্রস্তাব করেন, প্রিন্সিপাল এমপ্লয়ার শ্রমিকদের বেতনের টাকা সরাসরি শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ও পিএফ-এর টাকা সরাসরি পিএফ দপ্তরে জমা করবে।

এআইইউটিইউসি এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে তা দ্রুত কার্যকর করার দাবি জানায়। এই প্রস্তাব দ্রুত কার্যকরী করার দাবিতে ১৮ সেপ্টেম্বর নব মহাকরণে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমরেড অশোক দাস, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস অনিন্দ্য রায়চৌধুরী ও তপন মুখার্জী প্রমুখ।

বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে
জুনিয়র ডাক্তারদের 'অভয়া' ক্লিনিক

বন্যাকবলিত দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলা। আর জি করের ডাক্তারি ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা আন্দোলনের মঞ্চ থেকেই ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরা বন্যাদুর্গতদের মধ্যে চিকিৎসা করবেন। সরকার কিছু দাবি মেনে নেওয়ায় তাঁরা যেমন নিজ নিজ হাসপাতালে জরুরি পরিষেবা দিতে শুরু করেছেন, তেমনই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চিকিৎসা সরঞ্জাম, ওষুধ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দুর্গত মানুষদের মধ্যে।

পাঁশকুড়ায় অভয়া ক্লিনিকে জুনিয়র ডাক্তারদের পুষ্পস্তবক দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন এলাকার মানুষ

পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার বিভিন্ন অঞ্চল, ডেবরা, হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর, হুগলির খানাকুল সহ বিভিন্ন এলাকায় তাঁরা অভয়া ক্লিনিক করে অসংখ্য মানুষের চিকিৎসা করেছেন। সেখানে বন্যাজনিত বিভিন্ন রোগ এবং সুগার, প্রেসারের মতো রোগের ওষুধ নিয়মিত যাঁরা খান তাঁরাও এসেছেন চিকিৎসা করাতে। সেখানে আর জি কর আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ডাঃ অনিকেত মাহাত, ডাঃ কিঞ্জল নন্দদের দেখে আপ্লুত এলাকার মানুষ। আর জি কর আন্দোলনের উত্তাপ তাদের বুকের কত গভীরে রয়েছে, তার পরিচয় পেলেন চিকিৎসকেরা।

বাসে করে পাঁশকুড়া যাওয়ার সময় রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের উচ্ছ্বাস, চিকিৎসা শিবির করার জন্য সহযোগিতা— তাঁদের প্রতিটি আচরণে ব্যক্ত হচ্ছিল, 'আমরাও রয়েছি আর জি করের পাশে'। শুধু ফুলের তোড়া নয়, মানুষের হৃদয়ের স্পর্শে আবেগমথিত হয়ে ফিরলেন চিকিৎসকরা, তাঁদের অপূরিত দাবি আদায়ের আন্দোলন পূর্ণ উদ্যমে করার জন্য।

কলকাতার চেতলায় কৈলাস বিদ্যামন্দিরে অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির রাসবিহারী-আলিপুর শাখার কনভেনশন। ২২ সেপ্টেম্বর

আলিপুরদুয়ারে আশাকর্মী সম্মেলন

১৫ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের দ্বিতীয় আলিপুরদুয়ার জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল আলিপুরদুয়ার শহরে ক্লাউড লাইন হলে। দুই শতাধিক আশাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন থেকে রূপা এক্কাকে সভাপতি, তাপসী চন্দ দত্তকে সম্পাদিকা ও স্বপ্না রায়কে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে ৫২ জনের জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের রাজ্য সহসভাপতি সুস্মিতা মাহাতো। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, ২৮ হাজার টাকা মাসিক বেতন, পি এফ, পেনশন, গ্র্যাচুইটি প্রদান, সরকারি কর্মচারীর ন্যায় সমস্ত ছুটি সহ অন্যান্য দাবিতে সম্মেলন হয়।

বন্যায় বিপন্ন লক্ষ লক্ষ মানুষ

একের পাতার পর

জরুরি। সে ক্ষেত্রে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের চরম অবহেলা গত ৭০ বছরে এক বারও ড্রেজিং হয়নি বলে ডিভিসি সূত্রেই জানা গেছে। শুরুতে এর জলধারণ ক্ষমতা ছিল প্রায় সাড়ে ছয় মিলিয়ন কিউবিক মিটার। ২০১১ সালে কেন্দ্রীয় জল কমিশনের সমীক্ষা রিপোর্টে প্রকাশ, তা প্রায় অর্ধেক কমে গিয়েছে (আনন্দবাজার পত্রিকা-১১।৯)। এই দীর্ঘ সময়ে কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস ও বিজেপি, কিন্তু কেন ড্রেজিং হল না, তার কোনও জবাব তারা দিতে পারেনি। উল্টে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, আর্থিক ও প্রযুক্তিগত ভাবে ডিভিসি-তে ড্রেজিং সম্ভব নয়। প্রশ্ন হল, তা হলে কি ফি-বছর বন্যায় ভাসতে থাকবে মানুষ? চাঁদে, মঙ্গলে অভিযান করছে যে দেশ, সে দেশে প্রযুক্তির অভাব বলে মানতে হবে? প্রধানমন্ত্রীর জন্য সাড়ে আট হাজার কোটি টাকার বিমান কেনার পয়সা আছে, অথচ বন্যা থেকে মানুষকে বাঁচানোর কাজে টাকার অভাবের কুযুক্তি কি মানা যায়?

রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে দুর্গাপুর ব্যারেজ। ব্যারেজের আপস্ট্রিমের পলি নিষ্কাশনের ক্ষেত্রেও রয়েছে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের চরম অবহেলা। একই ভাবে বিহার-ঝাড়খণ্ড সরকারেরও দায়িত্ব ছিল ড্রেজিং করার। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির তরফে তা চূড়ান্তরূপে অবহেলিত হয়েছে। রাজ্যেও বহু জায়গায় নদীবাঁধগুলি ভেঙে পড়েছে। নদী বাঁধের ওপর এবং নিকাশি খালে অবৈধ নির্মাণ, ভেড়ি, ইটভাটা ইত্যাদি ভাঙার কথা বারবার বলা হলেও প্রভাবশালীদের মদতে প্রশাসন এ বিষয়ে চোখ বুজে থাকে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল, চন্দ্রকোণা, দাসপুরে বাঁধ ভেঙে প্লাবন হয়েছে। কংসাবতীর বাঁধও প্রায় ২০ বছর ধরে সংস্কার হয়নি। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে একাধিক নদীকে ঘিরে সামগ্রিক পরিকল্পনা ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কথা শোনা যাচ্ছে দশকের পর দশক। কেন্দ্র-রাজ্য দুই সরকারের টালবাহানায় তা রূপায়িত হচ্ছে না। মাঝে অর্থ বরাদ্দের কথা শোনা গেলেও কার্যকরী কিছু হয়নি।

ফলে এই বন্যা চূড়ান্তভাবে 'ম্যান মেড' বন্যা, আরও সুনির্দিষ্ট ভাবে বললে সরকারি অবহেলাজনিত বন্যা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে ভাবে 'ম্যান মেড' বলে হইচই করছেন, তাতে তাঁর সরকারের দায় ঝেড়ে ফেলার প্রচেষ্টা স্পষ্ট। কিন্তু বাস্তব হল, কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমার অযোগ্য দায়িত্বহীনতার পরিণামেই লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে এই দুর্ভোগ নেমে এল।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের উদ্যোগে ত্রাণের কাজ নিয়ে চলছে অবহেলা এবং দলবাজি। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি পর্যাপ্ত ত্রাণ বরাদ্দ এবং নিরপেক্ষ ভাবে সেই ত্রাণ বিতরণের দাবি জানিয়েছে। ত্রাণ বিতরণ নিয়ে শাসক দলগুলির যে দলবাজি ও দুর্নীতি মানুষ বারেবারে প্রত্যক্ষ করেছে, তাতে মানুষ আতঙ্কিত যে, এ বারও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। তাই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সর্বদলীয় কমিটি গড়ে সরকারি ত্রাণ বিতরণের দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি দলগত ভাবে এস ইউ সি আই (সি) ত্রাণের কাজে নেমেছে। দলীয় কর্মী-সমর্থকরা উদ্ধার কাজে ও সারা রাজ্যে ত্রাণ সংগ্রহে নেমেছেন। দলের মেডিকেল টিম চিকিৎসা শিবির পরিচালনা করছে। দলের উদ্যোগে গড়ে ওঠা বিভিন্ন কমিটিগুলিও ক্ষতিপূরণের দাবিতে প্রশাসনিক স্তরে ডেপুটেশন-বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে প্রতি বর্ষায় বন্যার পুনরাবৃত্তি এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধে স্থায়ী ব্যবস্থার দাবিতে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য রাজ্যের মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়েছে।

১৮ সেপ্টেম্বর, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট ১২ দফা দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক ও জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দাবি তোলা হয়— দুই মেদিনীপুর জেলার বন্যাকবলিত এলাকায় প্রয়োজনে পাম্প বসিয়ে জমা জল দ্রুত বের করতে হবে। ভেঙে যাওয়া নদীবাঁধ দ্রুত বাঁধার বন্দোবস্ত করতে হবে। সমস্ত নিকাশি খালে কচুরিপানা সহ আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। জলনিকাশির পথ আটকে থাকা সমস্ত বেআইনি মাছের ভেড়ি, ইটভাটা প্রভৃতি অবিলম্বে সরাতে হবে। সমস্ত নদীতে ড্রেজিং, সমস্ত খালের পূর্ণাঙ্গ সংস্কার, বাঁধগুলি সংস্কার করতে হবে। সমস্ত লকগেটের আধুনিকীকরণ করতে হবে। বন্যাদুর্গত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত মানুষকে পর্যাপ্ত ত্রিপল, শুকনো খাবার, পানীয় জল সহ প্রয়োজনীয় রিলিফ দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে।পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকেও মুখ্যমন্ত্রী, সেচমন্ত্রী, জেলাশাসক ও জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এ ছাড়াও ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে ঘাটালের মহকুমা শাসক ও সেচ দপ্তরের এসডিও-কে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কমিটির পক্ষ থেকে ঘাটালের অনেকগুলি গ্রামে নৌকা সহযোগে বন্যা দুর্গতদের মধ্যে যোগাযোগ করে শুকনো খাবার, বেবিফুড, পানীয় জল ও ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

মেদিনীপুরে বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন

অ্যাবেকার আহ্বানে ৪ সেপ্টেম্বর পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বিদ্যাসাগর হলে অনুষ্ঠিত হল পশ্চিম মেদিনীপুর (উত্তর) জেলার ১৯ তম বিদ্যুৎগ্রাহক সম্মেলন। শুরুতে মেদিনীপুর স্টেশন থেকে গ্রাহক-মিছিল শহর পরিক্রমা করে হলে পৌঁছায়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মধুসূদন মান্না। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সহসভাপতি অমল মাইতি ও অধ্যাপক জগবন্ধু অধিকারী। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার অফ কমার্সের জেলা সম্পাদক চন্দন রায় প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বিদ্যুতের বেসরকারিকরণ রোধে, জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল ও স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে জেলায় জেলায় গ্রাহক কমিটি গড়ে উঠছে। স্মার্ট মিটার না বসানোর আবেদনপত্র রাজ্য জুড়ে জমা পড়ছে।

সম্মেলন থেকে অশোক ঘোষকে সম্পাদক এবং মধুসূদন মান্নাকে সভাপতি করে ৬৮ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

সামাজিক আন্দোলনে জোর
রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির সভায়

১৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সোসাইটি ফর এমপাওয়ারমেন্টের রাজ্য সভাপতি বিচারপতি মলয় সেনগুপ্তের প্রয়াণে নীরবতা পালন ও ছবিতে মাল্যদান করা হয়। সভায় আর জি কর আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানানো হয়। মুসলিম মহিলাদের অমানবিক তালাক প্রথা এবং পৈত্রিক সম্পত্তিতে মেয়েদের সমান অধিকার না থাকা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সামাজিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উঠে আসে বিভিন্ন বক্তাদের আলোচনায়।

আলোচনা করেন অধ্যাপক মোনালিসা পাত্র, স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপক ঈশিতা সূর, অধ্যাপক সোফি মোল্লা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সবনম বৈদ্য, মনীষা ব্যানার্জী, ডায়মন্ডহারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সানজিদা নার্গিস, ডাঃ সাইদুর রহমান, অধ্যাপিকা আফরোজা খাতুন প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সমিতির প্রধান উপদেষ্টা সৌরভ মুখার্জী। তাঁর মূল আলোচনায় সামাজিক সংস্কার আন্দোলন শক্তিশালী করার উপর জোর দেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক উৎসা সারমিন।

মানবাধিকার কর্মীদের কর্মশালা শিলিগুড়িতে

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে শিলিগুড়িতে জিটিএস ক্লাব হলে ২২ সেপ্টেম্বর মানবাধিকার বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজক মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব পার্থ চৌধুরী। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী শুভ্রাংশু চাকী এবং সিপিডিআরএস-এর উপদেষ্টা সান্টু গুপ্ত।

বিভিন্ন স্তরের মানবাধিকার কর্মীরা বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করেন। আগামী দিনে উত্তরবঙ্গ জুড়ে সিপিডিআরএস-এর বিস্তার ঘটানো এবং মানবাধিকার আন্দোলন তীব্রতর করে গড়ে তোলার অঙ্গীকার নেন তাঁরা।

ফিক্সড চার্জ, মিনিমাম চার্জ, স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে
বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আইন অমান্য

আর জি কর মেডিকেল কলেজে ডাক্তার ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের বীভৎস ঘটনার ন্যায়বিচারের দাবিতে রাজ্য তথা সারা দেশ এমনকি বিশ্বের দেশে দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিবাদে মুখর।

দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে দিন রাত এক করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে প্রত্যক্ষ

আন্দোলনে সামিল হয়েছেন শিশু থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, সকলেই। স্মরণাতীত কালে যা লক্ষ করেনি কেউ। রাজ্যের সমস্ত স্তরের বিদ্যুৎ গ্রাহকরাও জুনিয়র ডাক্তারদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছেন উপযুক্ত বিচারের দাবিতে।

অন্যদিকে জনজীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা বিদ্যুৎক্ষেত্র। সম্প্রতি সিইএসসি-র বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর এফপিপিএএস নামে বাড়তি বিলের বিশাল বোঝা চাপানো হয়েছে। রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিও গ্রাহকদের উপর ফিক্সড চার্জ দ্বিগুণ, মিনিমাম চার্জ তিনগুণ করে বিলের বোঝা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে। ক্ষুদ্রশিল্পে মিনিমাম চার্জ প্রতি কে ভি এ-তে প্রতি মাসে ২০০ টাকা বাড়ানোর ফলেই মূলত সারা রাজ্যে অর্ধেক ক্ষুদ্রশিল্প ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়েছে। কৃত্রিম মেধার নিয়ন্ত্রণে প্রি-পেইড স্মার্ট মিটার বাস্তবে গ্রাহকদের টাকা লুট করার ভয়ানক যন্ত্র। ক্ষুদ্রশিল্প গ্রাহকরা এই স্মার্ট মিটার লাগানোর বিরোধিতা করলে লাইন কেটে দেওয়া, পুলিশ কেস দেওয়ার চিঠি দিয়ে জুলুমবাজি চলছে। যদিও গ্রাহক আন্দোলনের চাপে রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন স্মার্ট মিটার লাগানোর অনুমোদন দেয়নি। অথচ রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই স্মার্ট মিটার সকল শ্রেণির গ্রাহকদেরই লাগানো হবে। একই সাথে জেলায় জেলায় চলছে লোডশেডিং-লো ভোল্টেজ।

বাস্তবে সিইএসসি, রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি, রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং সর্বোপরি রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ গ্রাহকদের স্বার্থের কোনও তোয়াক্কা করছে না। একচেটিয়া কর্পোরেট হাউসের স্বার্থে রচিত আইন মানতে কার্যত বাধ্য করছে।

১৯ সেপ্টেম্বর 'কর্পোরেট স্বার্থে গ্রাহকদের উপর জুলুমবাজির আইন মানছি না মানব না' এই স্লোগানে আইন অমান্য আন্দোলনে বিদ্যুৎগ্রাহকরা সামিল হন। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বেলা ১ টায় জমায়েতস্থলে সভাপতি ছিলেন অনুকূল ভদ্র। সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাসের বক্তব্যের পর সুশৃঙ্খল মিছিল আইন অমান্য করতে এগিয়ে চলে। প্রায় আড়াই হাজার গ্রাহক মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে পুলিশ আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করে।

সারের কালোবাজারি বন্ধের দাবিতে
তুফানগঞ্জে বিক্ষোভ

রাসায়নিক সারের কালোবাজারি বন্ধ করে এমআরপি মূল্যে সার বিক্রি, কৃষকের ফসলের এমএসপি আইনসঙ্গত করা, কৃষকদের কৃষিঋণ মকুব করার দাবিতে কোচবিহারের তুফানগঞ্জ এসডিও অফিসে অল ইন্ডিয়া কিসান-খেতমজদুর সংগঠনের তুফানগঞ্জ ব্লক কমিটির নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখান কৃষক-খেতমজুররা। এসডিও দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অল ইন্ডিয়া কমিটির সদস্য সান্ত্বনা দত্ত, তুফানগঞ্জ-১ ব্লক সম্পাদক অশ্বিনী বর্মন প্রমুখ। শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল হয়।

পূর্ব মেদিনীপুরে ফসলের ক্ষতিপূরণ দাবি

সাম্প্রতিক বন্যায় পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট, পাঁশকুড়া, পটাশপুর, হলদিয়া সহ জেলার এক বিরাট এলাকা জলমগ্ন। ক্ষতিগ্রস্ত নিচু এলাকার আমন ধানচাষ। জেলার প্রধান অর্থকরী ফসল পান ও ফুল চাষও ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন। নদী ও খালের উপর বেশ কয়েকটি ব্রিজ ভেঙে গিয়েছে। অনেক পুকুর ডুবে গিয়ে মাছ বেরিয়ে গেছে। কিছু এলাকার মাটির বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত। জেলার মধ্যেকার নদীগুলির জল বাড়ছে।

১৬ সেপ্টেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে জেলাশাসক ও সেচ দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারকে স্মারকলিপি দিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ক্ষোভের সাথে বলেন, ২০২১ সালে জেলা জুড়ে বন্যা ও জলবন্দি পরিস্থিতির পর থেকে সেচ দপ্তর প্রায় কোনও নিকাশি খাল সংস্কারে হাত দেয়নি ও খালের ভেতরে যত্রতত্র অবৈধ কাঠামো নির্মাণ হওয়ায় জলনিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। এ ছাড়া বেআইনি মাছের ভেড়ি হওয়ার কারণে সমস্যা আরও জটিলতর হয়েছে।

কমিটির পক্ষ থেকে খাল সংস্কারের দাবি করা হলেও সেচ দপ্তর গড়িমসি করেছে। কমিটি জেলাশাসক ও সেচ দপ্তরে ডেপুটেশন দিয়ে ফসলের ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফি বৃদ্ধি, দ্বিতীয় বিষয়ে স্নাতকোত্তর পড়ার সুযোগ বন্ধ, ক্যাম্পাসে মিটিং-মিছিল বন্ধের ফতোয়ার বিরুদ্ধে এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর প্রতিবাদ মিছিলের পর উপাচার্যকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়

আর জি কর আন্দোলনে অংশ নেওয়া
জনসাধারণকে অভিনন্দন বুদ্ধিজীবীদের

জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব এবং শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি বিভাস চক্রবর্তী এবং সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী ও সান্টু গুপ্ত ১৭ সেপ্টেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, জুনিয়র ডাক্তারদের চলমান আন্দোলনের ৩৭তম দিনে মুখ্যমন্ত্রী শেষ পর্যন্ত অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দাবি মেনে নিয়েছেন এবং বাকি দাবিগুলি গুরুত্ব সহকারে ও সহানুভূতির সঙ্গে দেখবেন বলে স্বীকৃত হয়েছেন। আন্দোলনের চাপে কলকাতার পুলিশ কমিশনার, ডিসি নর্থ ও স্বাস্থ্য অধিকর্তাদের সরানোর দ্বারা রাজ্য সরকার এবং তার সর্বোচ্চ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কর্মরত শিক্ষার্থী চিকিৎসকের খুন ধর্ষণের ঘটনা যে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, মুখ্যমন্ত্রী তা একপ্রকার স্বীকার করে নিলেন। ঘটনার পরে গত ১১ আগস্ট বুদ্ধিজীবী মঞ্চের পক্ষ থেকে চিঠি পাঠিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের ন্যায্য দাবিগুলো অবিলম্বে মেনে নিতে মুখ্যমন্ত্রীকে বলা হয়েছিল।

বিবৃতিতে তাঁরা বলেন— আমাদের প্রত্যাশা ছিল, স্বাস্থ্যের মতো একটি জরুরি জীবনদায়ী পরিষেবা, যার দায়িত্বে আছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং, সেই সমস্যার সমাধানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পদক্ষেপ করবেন। এতে একদিকে যেমন রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা (!) রাজ্যবাসী তথা ভারত ও বিশ্বের আপামর জনসাধারণের সামনে উন্মোচিত হত, তেমনি গরিব নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত সাধারণ স্তরের রোগী যাদের সরকারি হাসপাতাল ছাড়া অন্য কোথাও চিকিৎসা পাবার কোনও উপায় নেই, তাদেরও এত দীর্ঘ সময় ভোগান্তি হত না।

বিলম্বে হলেও মুখ্যমন্ত্রী আন্দোলনরত চিকিৎসকদের দাবির অনেকগুলি মেনে নিয়েছেন। সমস্ত সচেতন জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাই এই অভূতপূর্ব আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য। যার ফলে স্বাস্থ্যব্যবস্থায় দুর্নীতির ঘুঘুর বাসা, পরীক্ষা ব্যবস্থা ও পরিষেবা নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি ও নারীর নিরাপত্তাহীনতার কিছু অংশ উদঘাটিত হয়েছে। এই আন্দোলনকে ক্রমাগত শক্তিশালী করতে পারলে ও জনসাধারণ নজরদারি রাখলেই ভবিষ্যতে এসব ক্ষেত্রে সংশোধন আনা সম্ভব হবে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি সাধন অসম্ভব হবে না।

ধর্ষকদের রাজনৈতিক প্রশ্রয় বন্ধ হওয়া জরুরি

নারী নির্যাতনে একে অপরকে টেক্কা দিচ্ছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিধায়ক-সাংসদরা। ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হওয়ার জোগাড়। ভাবতে অবাক লাগে এরাই আবার নারী সুরক্ষা নিয়ে গলা ফাটান! সম্প্রতি দেশের ১৫১ জন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের মামলার খবর প্রকাশিত হয়! এডিআর রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে এই তথ্য।

দেখা যাচ্ছে, নারী নির্যাতনের ঘটনায় রাজ্যভিত্তিক জনপ্রতিনিধিদের তালিকায় শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ এবং দলগত হিসেবে শীর্ষে বিজেপি। বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, টিডিপি, বিজেডি, আরজেডি, আপ আরও কত দলের নাম রয়েছে তালিকায়। বর্তমানে দেশে ১৩৫ জন জয়ী বিধায়ক ও ১৬ জন জয়ী সাংসদের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে বিজেপির বিধায়কের সংখ্যা ৪৪ জন এবং সাংসদের সংখ্যা ১০ জন, কংগ্রেসের ২৩ জন, তৃণমূল কংগ্রেসের ১০ জন, আপের ১৩ জন, টিডিপি-র ১৭ জন, আরজেডির ৪ জন। এর মধ্যে এমন কয়েকজন সাংসদ-বিধায়কও আছেন, যাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মতো গুরুতর অভিযোগ আছে। প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় যে হলফনামা দিয়েছেন, তার ভিত্তিতেই এডিআর এই রিপোর্ট করেছে।

সম্প্রতি আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় তরুণী চিকিৎসকের নৃশংস ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছে সারা দেশ। দেশের সকল পেশার মানুষই গর্জে উঠেছেন এই ঘৃণ্য অপরাধের বিরুদ্ধে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমেছেন, মিটিং, মিছিল, প্রতিবাদ, আন্দোলন সংগঠিত করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। যথার্থ অর্থেই এ এক গণজাগরণ। সকলের কণ্ঠে একটাই দাবি 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। সর্বত্রই একটা আকুতি— এর অবসান কীসে!

এ রাজ্যে কিংবা অন্য কোনও রাজ্যে অতীতে কিংবা বর্তমানে যেখানেই যারা শাসন ক্ষমতায় আছে বা ছিল সেখানে ধর্ষণের ঘটনায় তারা যা বলেছে তাতে অপরাধীদের রাজনৈতিক প্রশ্রয় বোঝা যায়। কখনও তারা একে 'ছোট ঘটনা', কখনও 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা', আবার কখনও ধর্ষণের ঘটনাকে 'এমন ধরনের ঘটনা হয়েই থাকে' ইত্যাদি বলে, একটি গুরুতর এবং ভয়ঙ্কর সামাজিক ব্যাধিকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করেছে।

সরকারের পরিবর্তন হলে কিংবা ধর্ষণ প্রতিরোধে কঠোর থেকে কঠোরতর আইন আনা গেলেই কি এই সমস্যার সমাধান হবে? বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিলে দেখা যাবে সরকারের পরিবর্তন হলেই এই সমস্যার সমাধান হবে এমনটা একেবারেই সত্যি না। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে এবং রাজ্যে বহু সরকার পরিবর্তন হয়েছে, রঙ বদল হয়েছে কিন্তু এই মারাত্মক ব্যাধি বন্ধ হওয়া তো দূরের কথা, ধর্ষণ সম্পর্কে শাসকের দৃষ্টিভঙ্গিরও বদল হয়নি।

২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বরের নির্ভয়া কাণ্ডের পরে ধর্ষণ সম্পর্কিত আইনের একাধিক পরিবর্তন হওয়ার পরও, এমনকি নির্ভয়া কাণ্ডে জড়িত অভিযুক্তদের মধ্যে ৪ জনের ২০২০ সালের মার্চ মাসে ফাঁসি হওয়ার পরও দেশে একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা সামনে আসছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস বুরোর (এনসিআরবি) ২০১৯ সালের এক তথ্য বলছে, সারা দেশে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৮৮টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। একটি সভ্য দেশে এই পরিসংখ্যান লজ্জার।

এ কথা ঠিক, কোনও মানুষই ধর্ষক হয়ে জন্মায় না। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে একজন কী ভাবে ধর্ষক হয়ে ওঠে এটাও ভেবে দেখা দরকার। আসলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই লুকিয়ে আছে ধর্ষক হয়ে ওঠার সমস্ত উপকরণ। ধর্ষণের সাথে জড়িয়ে আছে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ও বিকৃত যৌন আকাঙ্ক্ষা। এর সাথে যুক্ত হয়েছে নারীদেহের পণ্যায়ন। খবরের কাগজ, সংবাদমাধ্যম, সমাজমাধ্যম— সর্বত্র বিজ্ঞাপনগুলি নারীদেহ প্রদর্শনের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিনেমা-নাটকের কথা যত কম বলা যায় ভাল। চলছে অশ্লীল ছবির দেদার প্রচার। মদ-জুয়া-সাট্টার দেদার আসর। চলছে পর্নো সাইটের প্রচার। মানুষের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার সব রকম প্রচেষ্টা চলছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, ভোটের স্বার্থে অপরাধীদের ব্যবহার। এ সব চলছে সরকারের প্রশ্রয়েই।

তাই ধর্ষণকে যদি সমাজ জীবন থেকে সত্যি সত্যি বিলুপ্ত করতে হয় তা হলে একদিকে যেমন সমাজ মননে পরিবর্তন আনতে হবে, রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়ন থেকে বাঁচাতে হবে, তেমনই আমাদের দেশে এবং রাজ্যে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দাবি দাওয়াকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলনগুলি প্রতিনিয়ত হয়ে চলেছে, সেই আন্দোলনের কর্মসূচিতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দাবিগুলোকেও যুক্ত করতে হবে। এই আন্দোলনের আঁচে-তাপে মানুষের মধ্যে উন্নত জীবনবোধের জন্ম হবে। এ পথেই ধর্ষণ প্রতিরোধে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা যাবে।

গুজরাটে পরিচ্ছন্নতা অভিযান ছাত্র-যুবদের

৫ সেপ্টেম্বর এআইডিএসও এবং এআইডিওয়াইও-র উদ্যোগে ছাত্র-যুবরা গুজরাটে ভাদোদরার আকোটা এলাকার বিভিন্ন অংশে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালায়। কর্পোরেশন বড় রাস্তাগুলি পরিষ্কার করলেও ভিতরদিকের আবাসিক এলাকাগুলিতে ময়লার স্তূপ জমে আছে। ছাত্র-যুবরা রোগ ও মশার বিস্তার আটকাতে কীটনাশক স্প্রে করে।

আগামী দিনেও এই অভিযান চলবে বলে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান।

ইজরায়েলের হামলার বলি এবার লেবাননের সাধারণ মানুষ

লাগাতার নৃশংস হামলা চালিয়ে প্যালেস্টাইনের গাজা ভূখণ্ডকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার পর এ বার লেবাননে চরম অনৈতিক প্রক্রিয়ায় হামলা চালাল ইজরায়েল। যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত পেজার ও ওয়াকি-টকির ব্যাটারিতে আগে থেকে বিস্ফোরক ঢুকিয়ে রেখে ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর সেগুলিতে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এতে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৫১ জন। আহত প্রায় ৪ হাজার, যার মধ্যে ৩০০ জনের আঘাত গুরুতর। এই হামলার পিছনে ইজরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ' রয়েছে বলে বিশ্ব জুড়ে মানুষ সন্দেহ প্রকাশ করেছে। ইজরায়েল এই বিস্ফোরণের দায় সরাসরি স্বীকার না করলেও অস্বীকারও করেনি।

প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের সংগঠন 'হামাস'-এর লড়াইয়ে পাশে থাকার কারণে লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন 'হিজবুল্লা' ইজরায়েলের কোপদৃষ্টিতে রয়েছে। পেজার বিস্ফোরণের ছক কষে ইজরায়েল হিজবুল্লা সদস্যদের উপর হামলা চালানোর ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু তারা ছাড়াও লেবাননের সাধারণ মানুষ, এমনকি শিশুরাও বিপুল সংখ্যায় আচমকা এই আক্রমণে আহত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের বেশিরভাগই তরুণ। নিহতদের মধ্যে রয়েছে ৮ বছরের মেয়েও। আহত হয়েছেন লেবাননে ইরানের রাষ্ট্রদূতও। বিস্ফোরণে অনেকেরই একটি বা দুটি চোখই নষ্ট হয়ে গেছে। রক্তের চরম অভাব দেখা দিয়েছে লেবাননের হাসপাতালগুলিতে।

বছরের পর বছর ধরে প্যালেস্টাইনে নির্বিচার হামলা চালিয়ে সেখানকার আদি বাসিন্দা আরবদের উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্রে মেতে রয়েছে উগ্র ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইজরায়েল। গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে প্যালেস্টাইনের গাজা ভূখণ্ডে সেই হামলা তারা তীব্রতর করেছে। নৃশংস আক্রমণ চালিয়ে একের পর এক এলাকা দখল করে নিচ্ছে তারা। গত এগারো মাসে ইজরায়েলের আক্রমণে নিহত হয়েছেন ৪০ হাজারের বেশি প্যালেস্তিনীয়, যার প্রায় অর্ধেকই শিশু। এই আক্রমণে ইজরায়েলকে মদত দিয়ে চলেছে সাম্রাজ্যবাদ-শিরোমণি আমেরিকা। বিশ্বের দেশে দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন এই বর্বর গণহত্যার জন্য ইজরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়ছে, তখন সে সবের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে এ বার নতুন করে লেবাননে তারা হামলা চালাল।

লেবানন সরকারের মতে এই বিস্ফোরণের পিছনে আছে ইজরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ। ইজরায়েল সে কথা স্বীকার না করলেও সে দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হুঙ্কার দিয়ে বলেছেন, 'হিজবুল্লা যা করেছে, তার দ্বিগুণ দাম চোকাতে হবে তাদের'। ফলে স্পষ্ট হয়েই যায় যে, বিজ্ঞানের প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সম্পূর্ণ অনৈতিক উপায়ে লেবাননে এই বিস্ফোরণের ছক সাজিয়ে সেই দামই আদায় করতে চেয়েছে ইজরায়েল। শুধু তাই নয়, পেজার বিস্ফোরণের মাত্র কয়েক মিনিট আগে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর করা একটি ফোন কলের খবর একটি ওয়েবসাইট সূত্রে সামনে এসেছে। সুনির্দিষ্ট ভাবে কিছু না বললেও আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে এই ফোনে তিনি জানিয়েছেন, লেবাননে কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

তবে কী উপায়ে লেবাননের আমদানি করা পেজারগুলির ব্যাটারিতে বিস্ফোরক ভরা হল, সে রহস্য এখনও উদঘাটিত হয়নি। জানা গেছে, যে পেজারগুলিতে বিস্ফোরণ ঘটেছে, সেগুলি তৈরির জন্য তাইওয়ানের 'গোল্ড অ্যাপোলো' কোম্পানিকে বরাত দিয়েছিল হিজবুল্লা। বিস্ফোরণের পর ওই কোম্পানির মালিক জানিয়েছেন, তাঁরা হাঙ্গেরির একটি কোম্পানিকে সেগুলি বানানোর সাব-কন্ট্রাক্ট দিয়েছিলেন। এ দিকে হাঙ্গেরির ওই কোম্পানি শুধু নয়, সে দেশের সরকারও জানিয়ে দিয়েছে, ওই পেজারগুলি তাদের বানানো নয়। ফলে গোটা ছকটি স্পষ্ট না হলেও এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, এই পেজার বিস্ফোরণের পিছনে মোসাদের বড়সড় ষড়যন্ত্র রয়েছে।

এই ষড়যন্ত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুক্ত থাকার সম্ভাবনা যথেষ্টই। কারণ এ কথা আজ আর গোপন নেই যে, গোটা বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ও তার স্যাঙাৎ রাষ্ট্রগুলি বিপুল অস্ত্রের সম্ভার নিয়ে ইজরায়েলের এই হানাদারির পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতির কারণে সাম্রাজ্যবাদী শিবির আজ বিশ্ব-জনমতকে এ ভাবে দু'পায়ে মাড়ানোর স্পর্ধা দেখাতে পারছে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন ভারত রাষ্ট্রটিও দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহ্য ও জনসাধারণের প্রতিবাদ দু'পায়ে দলে একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের মুনাফার স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদী ইজরায়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়িয়ে চলেছে।

আন্তর্জাতিক রীতিনীতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে প্যালেস্টাইনে গণহত্যায় লিপ্ত ইজরায়েলে বিপুল অস্ত্র রপ্তানির পাশাপাশি ভারত থেকে কর্মক্ষম তরুণদের ইজরায়েলে শ্রমিক-কর্মচারীর কাজে পাঠাচ্ছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তাই প্যালেস্টাইনে নির্মম গণহত্যা ও লেবাননে পেজার বিস্ফোরণে শিশু সহ সাধারণ মানুষের মৃত্যুর দায় বিজেপি সরকারও এড়িয়ে যেতে পারে না।

বিজেপি শাসিত হরিয়ানায় বেকার সমস্যা ভয়াবহ

সাফাইকর্মীর জন্য আবেদন ৪০ হাজার স্নাতক, ৬ হাজার স্নাতকোত্তরের

বিজেপি শাসিত হরিয়ানায় সরকারি দপ্তরগুলিতে সামান্য বেতনের চুক্তিভিত্তিক সাফাইকর্মীর চাকরির জন্য আবেদন করতে দেখা যাচ্ছে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পাশ হাজার হাজার উচ্চশিক্ষিত যুবককে। রাজ্য সরকারের আউটসোর্সিং এজেন্সি 'হরিয়ানা কৌশল রোজগার নিগম লিমিটেড'র মাধ্যমে এই নিয়োগের ঘোষণা করেছে সরকার। বেতন সামান্য হলেও বেকার যুবকরা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আবেদন করতে, তা থেকে স্পষ্ট হয় বিজেপি-শাসিত হরিয়ানায় কাজের বাজার কতখানি খারাপ।

সামনেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। জেতার মরিয়া চেষ্টায় শাসক বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা যুবকদের কর্মসংস্থানের 'উজ্জ্বল' ছবি তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে হরিয়ানায় বেকারত্বের হার দেশে সর্বোচ্চ। দেশে বেকারদের পরিস্থিতি কী দেখে নেওয়া যাক। সিএমআইই (সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি)-র রিপোর্ট, ২০২৩-এর শেষে দেশে ২৫-৩০ বছর বয়সী যুবকদের ক্ষেত্রে বেকারত্ব উদ্বেগজনক ভাবে বেড়েছে যা ১০ শতাংশেরও বেশি। স্নাতকদের মধ্যে এই হার ১৭ শতাংশেরও বেশি। এ রকম ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও বেকার সমস্যা মোকাবিলার জন্য ২০২৪-২৫ বাজেটে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার।

সরকারি চাকরি নামমাত্র, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলির বেসরকারিকরণ চলেছে বেপরোয়া ভাবে। বেসরকারি ক্ষেত্রে কখনও কাজ জুটলেও তার নিরাপত্তা নেই, যে কোনও সময় নেমে আসে ছাঁটাইয়ের খড়্গ। দিনে ১২-১৪ ঘণ্টা মুখে রক্ত তুলে পরিশ্রম করেও মালিকের মুনাফা-লালসা মেটাতে পারছেন না শ্রমিক-কর্মচারীরা। তাই চুক্তিভিত্তিক হলেও হরিয়ানায় সরকারি দপ্তরে সাফাইকর্মী নিয়োগের খবর পেয়ে আবেদন করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন লক্ষাধিক যুবক। এর মধ্যে রয়েছেন ৪০ হাজার স্নাতক, ৬ হাজার স্নাতকোত্তর এবং প্রায় দেড় লক্ষ উচ্চমাধ্যমিক পাশ যুবক।

রাজ্যে রাজ্যে এমনই করুণ চিত্র। তীব্র বেকার সমস্যায় জর্জরিত যুবকরা হতাশায় দিন কাটাচ্ছেন, কেউ কেউ আত্মহত্যা করে জীবনের জ্বালা জুড়োচ্ছেন। যুবকেরা কাজের অনিশ্চিত বাজারের দিকে তাকিয়ে যে কোনও ধরনের কাজ করতে পিছপা হচ্ছেন না। ২০১৮ সালে উত্তরপ্রদেশে ৬২টি পিওন পদের জন্য ৫০ হাজার স্নাতক, ২৮ হাজার স্নাতকোত্তর, ৩,৭০০ পিএইচডি করা বেকার যুবকের আবেদন করার খবরে বেকারত্বের তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছিল। ২০২১-এ কলকাতায় এক সরকারি হাসপাতালে মাত্র ৬টি ডোম পদের জন্য আবেদন করেছিলেন ৫০০-র বেশি স্নাতকোত্তর, ২২০০ স্নাতক এবং ১০০ ইঞ্জিনিয়ার পাশ যুবক। কাজের অনিশ্চয়তা এতটাই ভয়ঙ্কর আকার নিয়েছে যে, সরকারি যে কোনও কাজের জন্য বেকার যুবকদের এই হাহাকার।

সংগঠিত ও অসংগঠিত দুটি ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি শোচনীয়। পরিষেবা ক্ষেত্র, উৎপাদন ক্ষেত্রের অবস্থা ভয়াবহ। ইনফোসিস, কগনিজেন্টের মতো আইটি ক্ষেত্রে ২০১৮-১৯-এ ১৭ হাজার কর্মী ছাঁটাই হয়েছে। তার উপর অত্যাধুনিক এআই প্রযুক্তি এমনকি দক্ষ শ্রমিকদেরও কাজের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে স্থায়ী কাজ নয়, চুক্তির ভিত্তিতে অত্যন্ত কম বেতনের সরকারি কাজের জন্যও ঝাঁপিয়ে পড়ছেন যুবকেরা। সেই চুক্তি পুনর্নবীকরণ হবে কি না, তা নিয়েও তাঁরা ভাবছেন না। বিজেপি প্রচার করে, বাংলায় তারা ক্ষমতায় এলে সোনার বাংলা গড়ে তুলবে। কেমন বাংলা তারা গড়বে হরিয়ানার ভয়াবহ বেকারত্বের সাম্প্রতিক চিত্র তা দেখিয়ে দিচ্ছে।

শ্রমিক মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণের দাবি

এ আই ইউ টি ইউ সি-র

হাওড়া জেলার ঘুসুড়িতে ১৯ সেপ্টেম্বর ভোরে গুদামের ছাদ ভেঙে ৪ জন শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ঘুসুড়ির জে এন মুখার্জী রোডের একটি ছাঁট কাপড়ের গুদামে ৯ জন শ্রমিক রাতে ঘুমোচ্ছিলেন। ভোরের দিকে হঠাৎ ছাদ ভেঙে পড়লে মুকেশ রায়, ভোলা যাদব, পিন্টু, রাজু মাহাতো নামে চার শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। সকালে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হলে তাঁদের মৃত ঘোষণা করা হয়।

শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস এ দিন এক বিবৃতিতে ক্ষোভের সাথে বলেন, এই ঘটনা আবার প্রমাণ করল মালিকরা মুনাফা অর্জনের জন্য শ্রমিকদের ব্যবহার করে, কিন্তু তাঁদের থাকা-খাওয়ার দায়িত্ব নেয় না। তাই কর্মরত শ্রমিকদের রাতে মাথা গোঁজার ঠাঁই হয় ভগ্নপ্রায় গুদামে। এই গুদামগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের কোনও ব্যবস্থা নেই। এই বিষয়ে প্রশাসনও নির্বিকার। সংগঠনের দাবি— মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে এককালীন ৩০ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, মৃত শ্রমিকদের একজন নিকট আত্মীয়কে কাজ দিতে হবে, কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তার দায়িত্ব মালিক ও সরকারকে নিতে হবে, এই মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য দায়ী গুদাম মালিককে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 9 Bengali Weekly September 27, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

পার্থিব মানবতাবাদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৪৯তম জন্মদিবস উপলক্ষে ২১ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য 'শরৎ সাহিত্যে মূল্যবোধ' শীর্ষক আলোচনা করেন (ছবি ঃ ইনসেট)। আয়োজনে এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস, কমসোমল

এসএসসি চাকরিপ্রার্থীদের উপর পুলিশি আক্রমণের নিন্দা

এসএসসি আপার প্রাইমারি নিয়োগ প্রার্থীদের উপর পুলিশি আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৩ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, এসএসসি আপার প্রাইমারির চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে মেধাতালিকা ভুক্ত ১৪৫৬২ জনের নিয়োগের জন্য গত ২৮ আগস্ট হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও এখনও স্কুল শিক্ষা দফতর নিয়োগের নোটিশ জারি করেনি।

হাইকোর্টের রায় সত্ত্বেও কেন নোটিফিকেশন হল না তা আমাদের বোধগম্য নয়। ২০১৪ সাল থেকে ১০ বছর তাঁরা অপেক্ষা করছেন। ফলে অনস্পট নিয়োগের দাবিতে ২৩ সেপ্টেম্বর চাকরি প্রার্থীরা সল্টলেকের আচার্য ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন।

বিক্ষোভের সময় পুলিশ যেভাবে হবু শিক্ষকদের টানাহ্যাঁচড়া করে, চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গেছে, মহিলাদের পোশাক ছিঁড়ে দিয়েছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি এবং অবিলম্বে তাঁদের নিয়োগের দাবি করছি।

শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ

কালা শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে এআইইউটিইউসি সহ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির যুক্ত বিক্ষোভ। ২৩ সেপ্টেম্বর, কলকাতার নিজাম প্যালেস

বিপ্লবী বামপন্থী আন্দোলন শক্তিশালী করতে হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে
৯টি কেন্দ্রে প্রার্থী এস ইউ সি আই (সি)-র

কেন্দ্র	জেলা	প্রার্থী
রোহতক	রোহতক	কমরেড মনীষা
কোসলি	রেওয়াড়ি	কমরেড রামকুমার
বাদশাপুর	গুরগাঁও	কমরেড বলওয়ান সিং
হিসার	হিসার	কমরেড মেহের সিং
সোনিপত	সোনিপত	কমরেড ঈশ্বর সিং রাথী
রাই	সোনিপত	কমরেড দেবেন্দর সিং
ভিওয়ানি	ভিওয়ানি	কমরেড রাজকুমার বাসিয়া
পুন্দ্রি	কৈথাল	কমরেড বাবুরাম
আতেলি	মহেন্দরগড়	কমরেড ওমপ্রকাশ

২৩ সেপ্টেম্বর ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের নাগপুর শাখার উদ্যোগে মহারাষ্ট্রের হিঙ্গনাতে নয়া বিদ্যুৎ আইন এবং প্রিপেড স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে গ্রাহকদের বিক্ষোভ মিছিল

বন্যা ঃ মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা বন্ধ করুক সরকারগুলি

রাজ্যের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে এসইউসিআই(সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৮ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

সাম্প্রতিক বন্যায় হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর, বীরভূম প্লাবিত হয়েছে। ডিভিসি থেকে যে হারে জল ছাড়া হয়েছে তাতে বন্যা হওয়া স্বাভাবিক। বাঁধগুলির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানো, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি করা এবং নিয়ন্ত্রিতভাবে জল ছাড়া— এ সবের কোনওটাই কেন্দ্রীয় সরকার করেনি। অন্য দিকে নদী বাঁধগুলির সংস্কার এবং কাঁসাইয়ের মতো নদীগুলির ড্রেজিং করে বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের গল্প দুই সরকার এবং তাদের জনপ্রতিনিধিদের বন্যা আর ভোটের সময়ই কেবল মনে পড়ে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রতি বছর 'ম্যান মেড' বন্যার কথা বলেন এবং শাসকদলের নেতারা ত্রাণ নিয়ে দলবাজি করেন। মানুষের জীবন নিয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলেখেলা করার এই হীন রাজনীতির আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি। অবিলম্বে কৃষক সহ সকল দুর্গত মানুষের উদ্ধার, সুরক্ষিত জায়গায় সরিয়ে নেওয়া এবং তাঁদের খাদ্যদ্রব্য, ওষুধপত্র সহ উপযুক্ত ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থার দাবি আমরা করছি।

কিসান মহাপঞ্চায়েত

কিসান মহাপঞ্চায়েতের সঙ্গে সর্বভারতীয় কৃষক নেতৃবৃন্দ। ২৩ সেপ্টেম্বর

একের পাতার পর

প্রস্তাব পেশ করেন। চাষের খরচের দেড়গুণ হারে এমএসপি আইনসঙ্গত করা, বিদ্যুৎ বিল ২০২৩ ও স্মার্ট মিটার প্রকল্প বাতিল করা, সস্তায় কৃষি-উপকরণ সরবরাহ, জিএম বীজ নিষিদ্ধ করা, গ্রামীণ দরিদ্রদের সারা বছর কাজ ও পর্যাপ্ত মজুরি দেওয়া, দিল্লির সিংঘু ও টিকরি সীমান্তে কিসান শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ সহ নানা বিষয়ে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রতি বছর বন্যার সমস্যা দূর করা সংক্রান্ত আরও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। চারটি শ্রমকোড চালুর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির সংগ্রামের প্রতি সংহতি জানায় এই মহাপঞ্চায়েত।

সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর ঘোষ, কৃষকদের দুঃখ-যন্ত্রণার জন্য একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণি ও কেন্দ্রের ফ্যাসিবাদী বিজেপি সরকারের কৃষক-বিরোধী নীতিগুলিকে দায়ী করে এর বিরুদ্ধে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সভাপতি সত্যবান বিজেপি সরকারের কৃষক-জীবন বিপন্নকারী পদক্ষেপগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সংযুক্ত কিসান মোর্চার নেতৃত্বে যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি জোর দেন। এই মহাপঞ্চায়েতে সভাপতিত্ব করেন কৃষক নেতা রঘুনাথ দাস। দিল্লির কৃষক আন্দোলনের শহিদদের স্বপ্ন পূরণে কৃষক-খেতমজুরদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com